**বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, মঙ্গলবার, ১ চৈত্র ১৪১৭, ১৫ মার্চ ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীগণ,

সংসদ সদস্যবৃন্দ,

টেক্সটাইল খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

            আসসালামু আলাইকুম।

আজ দেশের প্রথম টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় চালু হতে যাচ্ছে। বস্ত্র প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিষয়ে এই নবযাত্রার শুভক্ষণে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বাধীনতা ও গৌরবের এ মাসে আমি স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি।

১৯২১ সালে নারিন্দায় গড়ে উঠা উইভিং স্কুল আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ নিল। উচ্চশিক্ষা প্রসারে বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। দীর্ঘ ৯০ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটিকে যারা ধরে রেখেছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

১৯৫০ সালে উইভিং স্কুলটি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হলেও এর অবকাঠামাগত উন্নয়ন করা হয়নি। ১৯৫৭ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও পল্লী সহায়ক মন্ত্রী থাকাকালে ইনস্টিটিউটের একাডেমিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য তেজগাঁও শিল্প এলাকার এ জায়গাটি বরাদ্দ দেন। প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। জাতির পিতার স্মৃতি বিজড়িত এই বিদ্যাপীঠে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

জাতির পিতা বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর অদম্য বাসনা ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার। তিনি চাইতেন, বাংলাদেশ বিশ্বের সামনে মাথা উচু করে চলবে। সে জন্য তিনি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তিনি ড. কুদরত-এ খোদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। যার মাধ্যমে দেশের নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতিতে নেতৃত্ব দিবে। '৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর সেই স্বপ্ন ও চেতনার বাস্তবায়ন স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

'৯৬ এর সরকারের সময় আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগ, শিল্প-বাণিজ্য সহ প্রতিটি খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণে ব্রতী হই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশ এগিয়ে যায়। কিন্তু ২০০১ এর পর দেশ আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বিএনপি-জামাত জোট সরকার জনগণের উন্নয়নের পরিবর্তে লুটপাট ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য গড়ে তুলে। তাদের দুর্নীতি ও দুঃশাসনে জনগণের নাভিশ্বাস উঠে।

সুধিমন্ডলী,

দেশবাসীর বিপুল সমর্থনে এবার জনগণের সেবার সুযোগ পেয়ে আমরা পুনরায় দেশের উন্নয়নে নিরলস কাজ শুরু করি।

আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি টেক্সটাইল খাত। টেক্সটাইল খাতের প্রসারের ওপর নির্ভর করছে আমাদের শিল্প বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, রফতানি এবং রাজস্ব আয়ে প্রবৃদ্ধি।

বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কমে গেছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বাড়ছে। চলতি অর্থবছরে আমরা ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারবো বলে আশা করছি।

সামষ্টিক অর্থনীতির সবগুলো সূচকেই ইতিবাচক অগ্রগতি হচ্ছে। ফলে সামষ্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা বজায় রয়েছে।

জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হচ্ছে। এ দুই বছরে মাথাপিছু আয় ৬৬০ ডলার থেকে ৭৮০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। এর ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা বেড়েছে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আকৃষ্ট হচ্ছেন। আমরা বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করছি। রেল, সড়ক ও নৌ যোগাযোগে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

জনগণের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অর্থনীতিতে গতিশীলতা ফিরে এসেছে। ফলে দেশে প্রতি বছর বিদ্যুৎ ও গ্যাসের চাহিদা ৮-১০ শতাংশ করে বাড়ছে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের পাঁচ বছরে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনও বাড়েনি। আমরা ৪৩০০ মেগাওয়াট রেখে গেলাম। এবার এসে পেয়েছি ৩৩০০ মেগাওয়াট।

আমরা গত দুই বছরে জাতীয় গ্রীডে ১১৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করেছি। আরো ৩৪টি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধিতেও নতুন কূপ খনন এবং পাইপ লাইন স্থাপনের কাজ চলছে।

বাংলাদেশ রফতানি আয়ে বিরাট সাফল্য অর্জন করে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে বিশ্ব রফতানি ২৩ শতাংশ কমেছে। আর বাংলাদেশ ৪.১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।

তৈরিপোষাক রফতানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম রফতানিকারক দেশ। চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তুরস্কের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। চলতি অর্থবছরের আট মাসে নিট ও ওভেন পোষাক মিলে রফতানি আয় হয়েছে প্রায় ১১ বিলিয়ন ডলার। গত বছরের এ সময়ের তুলনায় এ আয় ৪১ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের ছয় মাসে রাজস্ব আয়ে ২৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

১৯৯৬'র সরকারের সময় টেক্সটাইল খাতে দেশীয় উদ্যোক্তাদেরকে মূলধন যোগান দিয়েছি। শুল্ক ও কর মওকুফ করেছি। রফতানি আয়ের ওপর ৩০ শতাংশ ক্যাশ ইনসেনটিভ দিয়েছি। ফলে দেশে প্রায় তিনশ রফতানিমুখী  কম্পোজিট টেক্সটাইল গড়ে ওঠেছে। ফরোয়ার্ড লিংকেজ শিল্পেরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। বেসরকারি খাতকে সহযোগিতার এ ধারা আমরা এবারও বজায় রেখেছি।

টেক্সটাইল খাতে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার সহ বিভিন্ন পেশাজীবী এবং প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক ভাই-বোন কাজ করছে। যার অধিকাংশই নারী। এতে সাধারণ নারীদের ক্ষমতায়নও নিশ্চিত হচ্ছে।

তৈরিপোষাকের পাশাপাশি পাট, ঔষধ, চামড়া, হিমায়িত খাদ্য, কৃষিপণ্য, জাহাজ শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে রফতানি বাড়ছে। আমরা রফতানির নতুন বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। এ জন্য প্রয়োজন সার্বক্ষণিক গবেষণার মাধ্যমে পণ্যের মান উন্নত করা। টেক্সটাইল প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

কৃষি আমাদের অর্থনীতির প্রধান খাত। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা ৬ হাজার কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি দিচ্ছি। কৃষকদেরকে ১২ হাজার কোটি টাকা কৃষি ঋণ দেয়া হচ্ছে। আমরা কৃষি গবেষণায় বরাদ্দ দিয়েছি। যাতে কৃষি উৎপাদন প্রবৃদ্ধিকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই করা যায়। কৃষকরা ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পেরেছে।

প্রতি ইঞ্চি কৃষি জমি আবাদ করতে হবে। এজন্য ছাত্র-শিক্ষক-পেশাজীবী-শ্রমজীবী সকলকে তৎপর হতে হবে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা একটি বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। এতে কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিশ্বায়নের এ যুগে কোনো দিক থেকেই আমাদের পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই।

আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এ লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রযুক্তিবিদ প্রয়োজন হবে। আজকের তরুণ সমাজকে সেভাবেই তৈরি হতে হবে।

আমরা আইসিটি আইন সংশোধন করেছি। আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন করেছি। আমরা ইতোমধ্যেই ডিজিটাল সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছি।

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৬০০ টির বেশি কম্পিউটার ল্যাব, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০টি সাইবার সেন্টার, ১৫২টি কমিউনিটি ই-সেন্টার এবং ৬৪ জেলায় ওয়েবপোর্টাল স্থাপন করা হয়েছে। ৪৫০১টি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সফটওয়্যার এবং কম্পিউটার সেবা শিল্প প্রসারের লক্ষ্যে কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক এবং কারওয়ান বাজারে  আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করা হয়েছে। এখানে ৪৭টি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

ঢাকায় একটি সফটওয়্যার টেকনোলোজী পার্ক স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে আইটি ভিলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট এবং ফেসবুক সহ সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো ব্যবহারকারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। আমার বিশ্বাস আপনাদের মেধা আর শ্রমের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের গত মেয়াদে প্রতি জেলায় একটি করে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের নীতিমালা গ্রহণ করি। নতুন নতুন ইনস্টিটিউট স্থাপন করি।

আমরা দেশের ৪টি প্রকৌশল ইনস্টিটিউটকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করি। ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেই। দুইটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এবং দুইটি ভেটেরিনারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করি।

এবার দায়িত্ব নিয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে ইতোমধ্যেই ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। আরো ছয়টি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকে যুগোপযোগী করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কারিগরি স্কুল স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকৌশলীর চাহিদা পূরণে ফরিদপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহে প্রকৌশল কলেজ স্থাপনসহ আরও তিনটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

সমবেত সুধিমন্ডলী,

বিগত দুই বছরে প্রায় ২ লাখ ২১ হাজার বেকার যুবক-যুবতীকে চাকরি দেয়া হয়েছে। ন্যাশন্যাল সার্ভিস কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে তিনটি জেলায় ৩৫ হাজার ৮৫২ নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আরো ১৬ হাজার ৮০০ জন নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। আমরা এ কর্মসূচি রংপুর অঞ্চলের আরো সাত জেলায় সম্প্রসারণ করছি।

এ দুই বছরে ৫২ হাজার সহকারী শিক্ষক এবং প্রায় দুই হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যার অধিকাংশই নারী।

বস্ত্রখাতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মের চাহিদা ব্যাপকভাবে বাড়ছে। আমি বিশ্বাস করি, নবপ্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি বস্ত্রখাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

গ্রামীন অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। হস্তচালিত তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ তাঁত শিল্প যোগান দিয়ে থাকে । এ শিল্পে ৫ লক্ষ তাঁত রয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। যার অধিকাংশই নারী। এ তাঁত শিল্পের উন্নয়নেও আজকের এ বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি।

সুধিমন্ডলী,

১৯৫০ সালে ডিপ্লোমা কোর্স চালুর পর থেকে বস্ত্র ও পাট খাতের উন্নয়নে টেক্সটাইল ও জুট টেকনোলজিষ্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে যাচ্ছেন। আপনাদের এ প্রচেষ্টাকে আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যেই এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে নিরলস পরিশ্রম করতে হবে। আপনারা এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবেন বলে আশা করি।

বাংলাদেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করার যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন আমরা তা বাস্তবায়ন করতে চাই। এজন্য দরকার কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত ও দক্ষ কারিগর ও প্রকৌশলী। যা এই বিশ্ববিদ্যালয় দিতে পারে। আমি আশা করি, শিক্ষার উন্নত মান ও যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও দেশের শিল্পায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমরা ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবো। তখন বাংলাদেশ একটি উন্নত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে উঠবে। এই লক্ষ্য নিয়ে আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন করছি। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন পেশাজীবীদের মতো টেক্সটাইল প্রকৌশলীরাও দায়িত্ব পালন করবেন - এ আশা ব্যক্ত করে আমি বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.......